advertisement

শিক্ষার মাঠ প্রশাসনে চাকরি হারানোর আতঙ্ক কাটছে

এম এইচ রবিন

২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০৯

‘সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)’ প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ অবস্থায় চাকরি হারানোর আতঙ্ক কাটছে প্রকল্পের ১ হাজার ৪৩৯ কর্মকর্তা-কর্মচারীর।

মাঠপর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে মনিটরিং ও একাডেমিক সুপারভিশন কার্যক্রম যথাসময় ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে আসছেন সেসিপ প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। আগামী ডিসেম্বরে তাদের প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এ অবস্থায় চাকরি হারানোর আতঙ্কে ছিলেন এই প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের একটি নির্ভরশীল সূত্র আমাদের সময়কে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন থাকায় সেসিপ প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদগুলো জনবলসহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। মাঠপ্রশাসনে সেসিপ প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন। দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষা প্রশাসনের উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে ‘উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার’, জেলা শিক্ষা অফিসে ‘সহকারী পরিদর্শক’, ‘গবেষণা কর্মকর্তা’, ‘ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর’, ‘সহকারী প্রোগ্রামার’, ‘ডাটা এন্ট্রি অপারেটর’, আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয়ে পরিচালক, উপপরিচালক (কলেজ), সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১, কলেজ-১),

প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার, সহকারী পরিদর্শক, গবেষণা কর্মকর্তা, সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার অপারেটর, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, গাড়িচালক, অফিস সহায়ক।

এ ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা

অধিদপ্তরের (মাউশি) প্রধান কার্যালয়েও অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ অর্ধবার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনেও সেসিপ প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃজনের সুপারিশ করেছে। এ প্রতিবেদনে প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়, সেসিপ প্রকল্পটি ২০১৪ সালে গ্রহণ করা হয় এবং এর নির্ধারিত ব্যয় ৩,৮২,৬৯২.৪৭ টাকা। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,৯১,৫৭৬ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগ। প্রতিবেদন তৈরি করেছে মাউশির মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন উইং।

advertisement

এ প্রসঙ্গে পরিচালক (মাউশির মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন উইং) প্রফেসর মো. আমির হোসেন আমাদের সময়কে জানান, শিক্ষার মাঠপ্রশাসনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেসিপের আওতাভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ রয়েছে। এর পর এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর রাজস্ব বাজেটে অথবা অন্য কোনো উপায় নিয়মিত করা উচিত। এরা উপজেলা শিক্ষা অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস এবং আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসে দায়িত্ব পালন করছেন। এর সঙ্গে আছে মাউশির প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন উইং।